দিল্লী দুর্গাপূজা চ্যারিটেবল এ্যাণ্ড কলচারাল সমিতি

৩১৬, মেন বাজার, সব্জীমণ্ডি, দিল্লী - ১১০ ০০৭
ফোন ঃ 9810362159

১৪৩২ (ইং ২০২৫)

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বছরও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আপনার যোগদান কামনা করি।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী ও সময়সূচী

বেঙ্গলী সিনিয়ার সেকেন্ডারী স্কুল, আলীপুর রোডস্থিত পূজা প্রাঙ্গণ

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	৭ই সেপ্টেম্বর, রবিবার	সকাল ১০ টা	পৃষ্ঠা ২
বসে আঁকো প্রতিযোগিতা	২৮শে সেপ্টেম্বর, রবিবার	সকাল ১০ টা	পৃষ্ঠা ৩
আনন্দমেলা	২৮শে সেপ্টেম্বর, রবিবার	সন্ধ্যা ৭ টা	পৃষ্ঠা ১৬
আবৃত্তি প্রতিযোগিতা	২৮শে সেপ্টেম্বর, রবিবার	সকাল ১০ টা	পৃষ্ঠা ৪
আল্পনা প্রতিযোগিতা	২৯শে সেপ্টেম্বর, সোমবার	বেলা ১১ টা	পৃষ্ঠা ৩
ফ্যাশন শো	২৯শে সেপ্টেম্বর, সোমবার	রাত্রি ৮ টা	পৃষ্ঠা ১৬
শঙ্খধ্বনি প্রতিযোগিতা	৩০শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	বেলা ১১ টা	পৃষ্ঠা ৩

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিস্তারিত নিয়মাবলী ভেতরের পাতায়

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ রবিবার, সকাল ১০ টায়

স্থান ঃ বেঙ্গলী সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুল, ২২-এ শ্যামনাথ মার্গ, দিল্লী - ৫৪

৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত — ছেলে এবং মেয়েদের একত্রে

১) টফি রেস ২) ফ্রুটি রেস

৬ থেকে ৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত — ছেলে এবং মেয়েদের একত্রে

১) কিক্ দ্যা বল রেস ২) ফ্ল্যাট রেস

১০ থেকে ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত — ছেলে এবং মেয়েদের

১) ফ্ল্যাট রেস ২) ট্যাপ অন্ গ্লাস রেস

১৪ থেকে ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত — ছেলে এবং মেয়েদের

ফ্রন্ট এ্যাণ্ড দেন ব্যাক রেস

১৮ বছরের উর্দ্ধে পুরুষদের জন্য

ছয় বলে সর্বাধিক রান করা প্রতিযোগীতা

১৮ বছরের উর্দ্ধে মহিলাদের জন্য

মিউজিক্যাল বল

৫০ বছরের উর্দ্ধে

শুটিং

বেলুন ফাটানো / প্লাসটিক গ্লাস ফাটানো

Mouser দ্বারা

যোগাযোগ ঃ সত্যজিৎ ঘোষাল - 8076106140

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রবিবার, সকাল ১০ টায়

চারটি বিভাগ

স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত যে কোনো
ছাত্রছাত্রীদের জন্য

যোগাযোগ ঃ সৃজনী দে - 9810081689

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (মহাষষ্ঠী) রবিবার, সকাল ১০ টায়

প্রতিযোগীকে নিজের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিভাগ (পাঁচটি বিভাগ) থেকে যে কোনো একটি কবিতা আবৃত্তি করতে হবে। **কবিতা মুখস্থ বলাই বাঞ্ছনীয়।** 'ঙ' বিভাগে প্রতিলিপি দেখে আবৃত্তি করা যেতে পারে।

এছাড়া প্রতি বিভাগেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঞ্চয়িতা থেকে অন্য যে কোন কবিতা বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কবিতার প্রতিলিপি সঙ্গে আনা আবশ্যিক।

যোগাযোগ ঃ কৃষ্ণা সরকার - 9268502960

কবিতার সূচী

বিভাগ - ক ৩ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত

কমলা ফুলি	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
মজার মাছ	সুকুমার রায়
গাছে গাছে	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিভাগ - খ ৬ থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত

ইচ্ছা	আহসান হাবীব
সবার সুখে	জসীমউদ্দীন
নূতন বছর	সুকুমার রায়

বিভাগ - গ ৯ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত

মায়াতরু	অশোকবিজয় রাহা
নেমন্তন্ন	অন্নদাশঙ্কর রায়
মাঝি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিভাগ - ঘ ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত

আবার আসিব ফিরে	জীবনানন্দ দাশ
লুকোচুরি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বপ্ন কবে সত্যি হবে	ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

বিভাগ - ঙ ১৭ বছর বয়সের ঊর্দ্ধে

নারী	শরদিন্দু কর্মকার
প্রার্থী	সুকান্ত ভট্টাচার্য্য
শাড়ি	সুবোধ সরকার

কমলা ফুলি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কমলা ফুলি, কমলা ফুলি
কমলা লেবুর ফুল!
কমলা ফুলির বিয়ে হবে
কানে মোতির দুল!
কমলা ফুলির বিয়ে
দেখতে যাবে, ফলার খাবে
চন্দনা আর টিয়ে।
কোথায় থাকে কমলা ফুলি?
সিলেট আমার ঘর।
টিয়ে বলে, দেখতে যাব
পাখায় দিয়ে ভর।

মজার মাছ

সুকুমার রায়

পেতল দিয়ে দাঁত বাঁধালো
চিতল মাছের ছা
জোয়াল কাঁধে বোয়াল দেখে
শিউরে ওঠে গা।
চালায় ডিঙ্গি মাগুর শিঙি
বাগিয়ে ধরে দাঁড়,
কৈ মাছেতে বই খুলেছে
পড়ার কত চাড়।।

গাছে গাছে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গাছে-গাছে ফলে আছে
আম জাম লিচু,
তা ছাড়াও যদি চাও
ফল আরও কিছু,
রাখা আছে মার কাছে
কুল বেল তাল,
ন্যাসপাতি জামরুল
কলা ও কাঁঠাল।

ইচ্ছা

আহসান হাবীব

মনা রে মনা কোথায় যাস?
বিলের ধারে কাটব ঘাস।
ঘাস কী হবে?
বেচব কাল,
চিকন সুতোর কিবন জাল।
জাল কী হবে?
নদীর বাঁকে
মাছ ধরব ঝাঁকে ঝাঁকে।
মাছ কী হবে?
বেচব হাটে,
কিনব শাড়ি পাটে পাটে।
বোনকে দেব পাটের শাড়ি,
মাকে দেব রঙিন হাঁড়ি।

সবার সুখে

জসীমউদ্দীন

সবার সুখে হাসব আমি
কাঁদব সবার দুখে,
নিজের খাবার বিলিয়ে দেব
অনাহারীর মুখে।

আমার বাড়ির ফুল-বাগিচা
ফুল সকলের হবে,
আমার ঘরে মাটির প্রদীপ
আলোক দিবে সবে।

আমার বাড়ি বাজবে বাঁশি
সবার বাড়ির সুর,
আমার বাড়ি সবার বাড়ি
রইবে নাকো দূর।

নূতন বছর

সুকুমার রায়

কান্না হাসির পোঁটলা বেঁধে
বর্ষভরা পুঁজি,
বৃদ্ধ বছর উধাও হ'ল
ভূতের মুলুক খুঁজি।

নূতন বছর এগিয়ে এসে
হাতে পাতে ঐ দ্বারে,
বল্ দেখি মন, মনের মতন
কি দিবি তুই তারে?

আর কি দিব?—মুখের হাসি
ভরসাভরা প্রাণ,
সুখের মাঝে দুখের মাঝে
আনন্দময় গান।

মায়াতরু

অশোকবিজয় রাহা

এক যে ছিল গাছ,
সন্ধে হলেই দু হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে চাঁদ উঠত যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গর্‌গর্‌
বিষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠত হেসে
কোথায় বা সেই ভালুক গেল, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।
ভোরবেলাকার আবছায়াতে কান্ড হতো কী যে
ভেবে পাই নে নিজে,
সকাল হলো যেই,
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকিরমিকির আলোর
রূপালি এক ঝালর।

নেমন্তন্ন

অন্নদাশঙ্কর রায়

যাচ্ছ কোথা?
চাংড়িপোতা।
কিসের জন্য?
নেমন্তন্ন।
বিয়ের বুঝি?
না, বাবুজি।
কিসের তবে?
ভজন হবে।
শুধুই ভজন?
প্রসাদ ভোজন।
কেমন প্রসাদ?
যা খেতে সাধ।
কী খেতে চাও?
ছানার পোলাও।
ইচ্ছে কী আর?
সরপুরিয়ার।
আঃ কী আয়েস।
রাবড়ি পায়েস।
এই কেবলি?
ক্ষীর কদলী।
বাঃ কী ফলার!
সবরি কলার।
এবার থামো।
ফজলি আমও।
আমিও যাই?
না, মশাই।

মাঝি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ওই পারে
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে,
ডাল টেনে নেয় জেলে,
গরু মহিষ সাঁতরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধ্যে হলে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে,
শুধু রাত দুপুরে
শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউ ডাঙাটার পরে।
মা, যদি হও রাজি,
বড় হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

আবার আসিব ফিরে

জীবনানন্দ দাশ

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শংখচিল শালিখের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়।
হয়তো বা হাঁস হব— কিশোরীর— ঘুঙুর রহিবে লাল পায়
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে।
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এই সবুজ করুণ ডাঙ্গায়।

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে।
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমূলের ডালে।
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে।
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙ্গা বায়; রাঙ্গা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভীড়ে।

লুকোচুরি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি যদি দুষ্টুমি ক'রে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি,
ভোরের বেলা মা গো ডালের 'পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি,
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা চিনতে আমায় পারে।
তুমি ডাক, "খোকা কোথায় ওরে"।
আমি শুধু হাসি চুপটি করে।

যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে
সবই আমি দেখব নয়ন মেলে
স্নানটি করে চাঁপার তলা দিয়ে
আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে;
এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে,
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে —
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে।

দুপুর বেলা মহাভারত-হাতে
বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে,
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে,
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
দোলাব তোর বইয়ের 'পরে আনি —
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে।

সন্ধেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়ালঘরে
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ্ করে মা, পড়ব ভুঁয়ে ঝরে।
আবার আমি তোমার খোকা হব,
"গল্প বলো" তোমায় গিয়ে কব
তুমি বলবে, "দুষ্টু, ছিলি কোথা"।
আমি বলব, "বলব না সে কথা"।

স্বপ্ন কবে সত্যি হবে

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

তোমরা যদি
ফুলের মতো ফুটতে পারো
নদীর মতো ছুটতে পারো
চাঁদের মতো উঠতে পারো
বাতাস হয়ে লুটতে পারো
দল বেঁধে সব জুটতে পারো
তবে
এই পৃথিবী সত্যি মধুর
হবে।

তোমরা যদি
ঢেউয়ের মতো ফুলতে পারো
খুশির দোলায় দুলতে পারো
হৃদয়-দুয়ার খুলতে পারো
আশার আবির গুলতে পারো
দ্বন্দ্ব-বিভেদ ভুলতে পারো
তৃপ্ত-তুফান তুলতে পারো
তবে
সুখের স্বর্গ নামবে দুখের
ভবে!

তোমরা যদি
পাখির মতো উড়তে পারো
মেঘের মতো ঘুরতে পারো
আনন্দে গান জুড়তে পারো
সুখের খনি খুঁড়তে পারো
দুখের পাহাড় ফুঁড়তে পারো
বুকের মায়ায় মুড়তে পারো
তবে
নাচবে বিশ্ব বাঁচার বিজয়
রবে।

তোমরা যদি
সত্যের পথ ধরতে পারো
শঠের সাথে লড়তে পারো
পাহাড়-চুড়োয় চড়তে পারো
সব বাধা জয় করতে পারো
সোনার স্বদেশ গড়তে পারো
তবে
ফুটবে গোলাপ সবার বুকের
টবে!

নারী

শরদিন্দু কর্মকার

মানুষ কেন বলে মোদের ...
নারীর নিজস্ব নাই কিছু।
আমি তো দেখি জগৎ চলে ...
নারীর পিছু পিছু।।

বাপের ঘরে লক্ষ্মী আমি ...
স্বামীর ঘরে অন্নপূর্ণা।
ছেলের ঘরে জননী আমি ...
আমি ছাড়া সংসার অসম্পূর্ণা।।

আমার থেকে আপন করতে ...
আর কি কেউ পারে?
বাপের ঘরকে ছেড়ে এসেও ...
পরকে বাঁধি ঘরে।।

গোত্র থেকে গোত্রান্তর ...
যদিও আমি হই।
তবুও যেন জননী রূপে ...
সকল দুঃখ সই।।

ভারতমাতা সেও নারী ...
নারী জগদ্ধাত্রী।
নারী হল এ জগতের ...
সবার জন্মদাত্রী।।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাই ...
পুরুষকে বড় করে।
জেনে রেখো সেই পুরুষকেই,
'নারী' ... গর্ভে ধারণ করে।।

মহাকাল আমার পদতলে ...
শায়িত চিরকাল।
আমি ছাড়া এ জগৎ-সংসার,
সবই হবে অচল।।

প্রার্থী

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

হে সূর্য! শীতের সূর্য!
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি,
যেমন প্রতীক্ষা ক'রে থাকে কৃষকদের চঞ্চল চোখ,
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।

হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক-টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!

সকালের এক-টুকরো রোদ্দুর—
এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী।
ঘর ছেড়ে আমরা এদিক-ওদিক যাই—
এক-টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।

হে সূর্য!
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

(বাকি পর পৃষ্ঠায়)

(পূর্ব পৃষ্ঠা হইতে)

হে সূর্য
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ডে
পরিণত হব!
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপুড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী।

শাড়ি

সুবোধ সরকার

বিয়েতে একান্নটা শাড়ি পেয়েছিল মেয়েটা
অষ্টমঙ্গলায় এসে আরো ছটা
এতো শাড়ি একসঙ্গে সে জীবনে দেখেনি।

আলমারির প্রথম থাকে সে রাখল সব নীল শাড়িদের
হালকা নীল একটাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুই আমার আকাশ
দ্বিতীয় থাকে রাখল সব গোলাপীদের
একটা গোলাপীকে জড়িয়ে সে বলল, তোর নাম অভিমান
তৃতীয় থাকে তিনটি ময়ূর, যেন তিনদিক থেকে ছুটে আসার সুখ
তেজপাতা রং যে শাড়িটার, তার নাম দিল বিষাদ।
সারা বছর সে শুধু শাড়ি উপহার পেল
এত শাড়ি সে কী করে এক জীবনে পরবে?

কিন্তু বছর যেতে না যেতে ঘটে গেল সেই ঘটনাটা
সন্ধ্যের মুখে মেয়েটি বেরিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে, চাইনিজ খেতে
কাপড়ে মুখ বাঁধা তিনটি ছেলে এসে দাঁড়ালো
স্বামীর চলপেটে ঢুকে গেল বারো ইঞ্চি
ওপর থেকে নীচে। নীচে থেকে ডানদিকে।
যাকে বল এল।
পড়ে রইল খাবার, চিলি ফিশ থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে।
এর নাম রাজনীতি, বলেছিল পাড়ার লোকেরা।

(বাকি পর পৃষ্ঠায়)

(পূর্ব পৃষ্ঠা হইতে)

বিয়েতে একান্নটা শাড়ি পেয়েছিল মেয়েটা
অষ্টমঙ্গলায় ফিরে এসে আরো ছটা
একদিন দুপুরে, শাশুড়ি ঘুমিয়ে, সমস্ত শাড়ি বেল করে
ছ তলার বারান্দা থেকে উড়িয়ে দিল নীচের পৃথিবীতে।
শাশুড়ি পরিয়ে দিয়েছেন তাকে সাদা থান
উনিশ বছরের একটা মেয়ে, সে একা।

কিন্তু সেই থানও এক ঝটকায় খুলে নিল তিনজন, পাড়ার মোড়ে
একটি সদ্য নগ্ন বিধবা মেয়ে দৌড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে, বাঁচাও
পেছনে তিনজন, সে কী উল্লাস, নির্বাক পাড়ার লোকেরা।

বিয়েতে একান্নটা শাড়ি পেয়েছিল মেয়েটা।
অষ্টমঙ্গলায় ফিরে এসে আরও ছটা।

আনন্দমেলা

২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (মহাষষ্ঠী) রবিবার, সন্ধ্যা ৭.৩০ টায়

বিভাগ

আমিষ ***নিরামিষ*** ***মিষ্টি***

ক) প্রতিযোগীদের নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে পূজা মন্ডপে উপস্থিত থাকতে হবে। পুরুষ ও মহিলা দু-জনেই অংশগ্রহণ করতে পারে।

খ) পরিচ্ছন্নতা একান্ত আবশ্যক।

গ) প্রতি বিভাগে তিনটি করে পুরস্কার দেওয়া হবে।

(আশানুরূপ সংখ্যক প্রতিযোগী না হলে সেই বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে না।)

ঘ) প্রতিযোগী কোন্ কোন্ বিষয়ে যোগদানে ইচ্ছুক তা নাম ঠিকানাসহ যোগাযোগ কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে হবে।

ঙ) উপরে লেখা সব নিয়ম প্রতিযোগীদের মেনে চলতে হবে।

যোগাযোগ ঃ শ্রেয়া মুখার্জ্জী - 9871351235

ফ্যাশন শো

২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (মহাসপ্তমী) সোমবার, রাত্রি ৮.০০ টায়

DETAILS

নিয়মাবলী

যোগাযোগ ঃ ????????

•

আল্পনা প্রতিযোগিতা

২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার, বেলা ১১ টায়

যোগাযোগ ঃ শ্রেয়া মুখার্জ্জী - 9871351235

শঙ্খধ্বনি প্রতিযোগিতা

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (মহাষ্ঠমী) মঙ্গলবার, বেলা ১১ টায়

অঞ্জলির পর

যোগাযোগ ঃ সৃজনী দে - **9810081689**

•

পূজা মণ্ডপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির বিস্তারিত খবর পূজা মণ্ডপে বিজ্ঞাপিত হইবে